দৈনিক জনকণ্ঠ
NOV. 12 2002

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের বিপুল পরিমাণ জাল সার্টিফিকেট উদ্ধার॥ চার জালিয়াত গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার ॥ রাজধানীতে তৈরি হচ্ছে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের জাল সার্টিফিকেট। এসএসসি থেকে শুরু করে ডিগ্রী, অনার্স, মাস্টার্সসহ এমন কোন সার্টিফিকেট নেই যা টাকা দিয়ে কেনা যায় না। টাকা হলে জাল সার্টিফিকেট মেলে এতদিন এমন জনশ্রুতি থাকলেও সোমবার সিআইডি পুলিশ বিপুল পরিমাণ জাল সার্টিফিকেট এবং এ ধরনের সার্টিফিকেট তৈরির সরঞ্জামাদি উদ্ধার করেছে। আটক করেছে এই জঘন্য ঘটনার সঙ্গে জড়িত চার জালিয়াতকে। এরা হচ্ছে দৈনিক সমাচার পত্রিকার চীফ ফটোগ্রাফার পরিচয়দানকারী এবং তথ্য অধিদফতরের এক্রিডিটেশন কার্ডধারী আব্দুল্লাহ আল মামুন কচি ও তার খালাত ভাই আলম মিয়া, মোঃ সালাহউদ্দিন এবং জাহাঙ্গীর।

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

বিপুল পরিমাণ জাল সার্টিফিকেট ও স্ট্যাম্পসহ চারজনকে সিআইডি পুলিশ গ্রেফতার করে —জনকণ্ঠ

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের

(১২-এর পাতার পর)

এদিকে জাল সার্টিফিকেট উদ্ধারের পর সিআইডি'র এ্যাডিশনাল আইজি আশরাফুল হুদা সচিবালয়ে গিয়ে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহ্ছানুল হক মিলনের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, বিভিন্ন দূতাবাস থেকে আসা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জাল সার্টিফিকেট রোধে পাসপোর্টের মতো সিকিউরিটি সিল দিয়ে নতুন সার্টিফিকেট করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এজন্য রাজশাহী বোর্ডের চেয়ারম্যানকে আহবায়ক করে সাত বোর্ডের চেয়ারম্যানবৃন্দকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সিকিউরিটি সিল দিয়ে সার্টিফিকেট ছাপানোর জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

এদিকে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর আব্দুল লতিফকে কয়েকটি মূল সার্টিফিকেট নিয়ে সচিবালয়ে আসার অনুরোধ জানান। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আসার পর জাল সার্টিফিকেটের সঙ্গে মূল সার্টিফিকেট মিলিয়ে দেখা হয়। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জানান, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করে আমেরিকা, কানাডা ও নিউজিল্যান্ড থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে সার্টিফিকেট সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে অভিযোগ আসছে। এসব অভিযোগ খতিয়ে দেখে সত্যতাও পাওয়া গেছে।

রাজধানীর সবুজবাগ থানাধীন ২ নং উত্তর মাদারটেকস্থ মুসলেহউদ্দিনের বাড়ির ভাড়াটিয়া আব্দুল্লাহ আল মামুনের বাসা তল্লাশি করে বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জাল সার্টিফিকেট উদ্ধার করা হয়। মামুন দৈনিক সমাচার পত্রিকার চীফ ফটোগ্রাফার এবং তার কাছে বর্তমান প্রধান তথ্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর করা এক্রিডিটেশন কার্ড পাওয়া গেছে। তার বাসা থেকে উদ্ধার করা জাল সার্টিফিকেটের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি, এইচএসসি এবং আলীম পরীক্ষার সনদ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ, বিএসএস, বিএসসি এবং বিকম পরীক্ষার সনদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স পাসের সনদ, এক শ' টাকার ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, চার টাকা ও পঞ্চাশ টাকার জাল রেভিনিউ স্ট্যাম্প, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের এমবুশ সিল, জালিয়াতির কাজে ব্যবহৃত কম্পিউটার প্রভৃতি। এসব উপকরণসহ আব্দুল্লাহ আল মামুনকে গ্রেফতারের পর তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সূত্রাপুর থানাধীন ২০৭ নম্বর লালমোহন সাহা স্ট্রীটের দক্ষিণ মৌশন্ডির ফাতেমা খাতুনের ভাড়াটিয়া মোঃ সালাহউদ্দিনের কাছ থেকে আরও জাল সার্টিফিকেট উদ্ধার করা হয়। সালাহউদ্দিনের কাছে পাওয়া বিভিন্ন সার্টিফিকেটের মধ্যে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ, বিকম, বিএসসি এবং বিএসএস পাস সার্টিফিকেট, ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের বিভিন্ন পরীক্ষার মার্কশীট, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের রিক্সা টোকেন প্রভৃতি। সালাহউদ্দিনের স্বীকারোক্তি অনুযায়ি নবাবপুর রোডের ৬৬/১, পুরানো মোগলটুলি থেকে জাহাঙ্গীরকে জালিয়াতির কাজে ব্যবহৃত কম্পিউটারসহ আটক করা হয়। সিআইডি পুলিশ জানায়, আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।